জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪: সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাস্তবায়নে

BAMU
Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

সহযোগিতায়: DT Global

কারিগরি সহায়তায়

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

Global Gateway

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৩

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট : বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশ বর্তমান সরকারের একটি বিশেষ অঙ্গীকার। সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। সে উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দিচ্ছে।

বর্তমান সরকার ৪টি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের কাজ করছে। এগুলো হলো- ক) কানেকটিভিটি, খ) দক্ষ মানব সম্পদ, গ) ই-গর্ভমেন্ট এবং ঘ) আইসিটি শিল্পের প্রমোশন। বর্তমান সরকারের উদ্যোগের ফলে মোবাইল সিম এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ কোটি এবং ১৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে সরকার বিস্তারিত কার্যক্রমসহ 'স্মার্ট বাংলাদেশ- আইসিটি মাস্টার প্লান' প্রণয়ন করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২৬ সালের মধ্যে ২০ হাজার তরুণ তরুণীকে অগ্রসর প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

দেশের জনগণকে স্বচ্ছতার সাথে এবং সহজে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে 'স্মার্ট গর্ভমেন্ট' এর মাধ্যমে আর 'স্মার্ট ইকোনমি'র অনুষঙ্গ হবে দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেন, ক্যাশলেস সোসাইটি, স্টার্ট-আপ ইত্যাদি। বর্তমান সরকার স্টার্ট-আপ এর বিকাশে ২০১৫ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ২,৫০০ স্টার্ট-আপ রয়েছে এবং এ খাতে বিনিয়োগ এসেছে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার, যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান করছে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের। সর্বোপরি 'স্মার্ট সোসাইটি' হবে এমন সোসাইটি, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে এবং সকলের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করবে।

২. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ২০২৩-২৪ বাজেট প্রস্তাবনা

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সংশোধিত বাজেটের আকার ছিল ১৪ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ১৫ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ অর্থবছরের বরাদ্দ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১ হাজার ৩১২ কোটি টাকা বেশী এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ২.১ ভাগ (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ

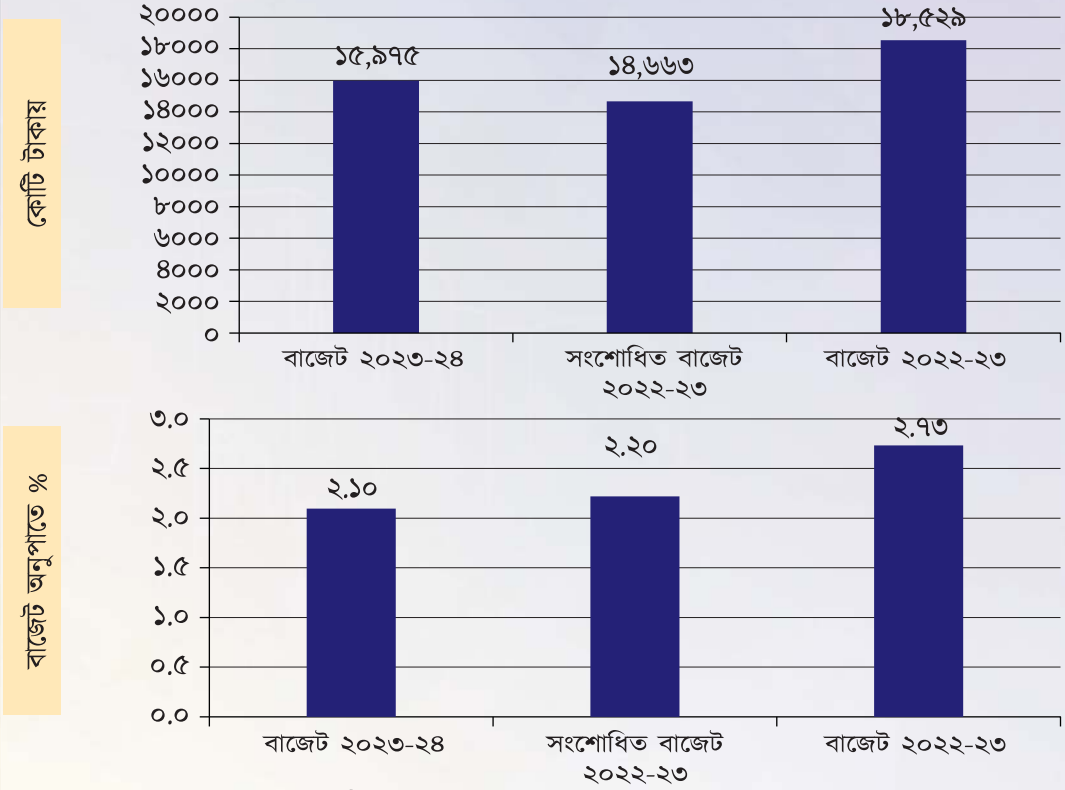

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ৯

লেখচিত্র ২: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাবনা

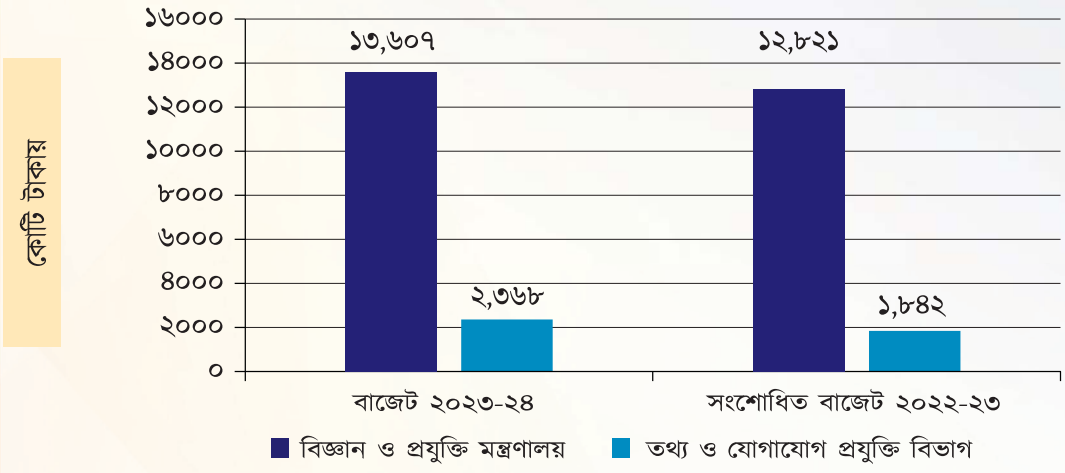

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ৯

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে ১৪ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে যার ৫৭ শতাংশ ব্যয় হবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে (লেখচিত্র ৩)। এখাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, বিভিন্ন জেলায় হাইটেক পার্ক এবং আইটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদি।

লেখচিত্র ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

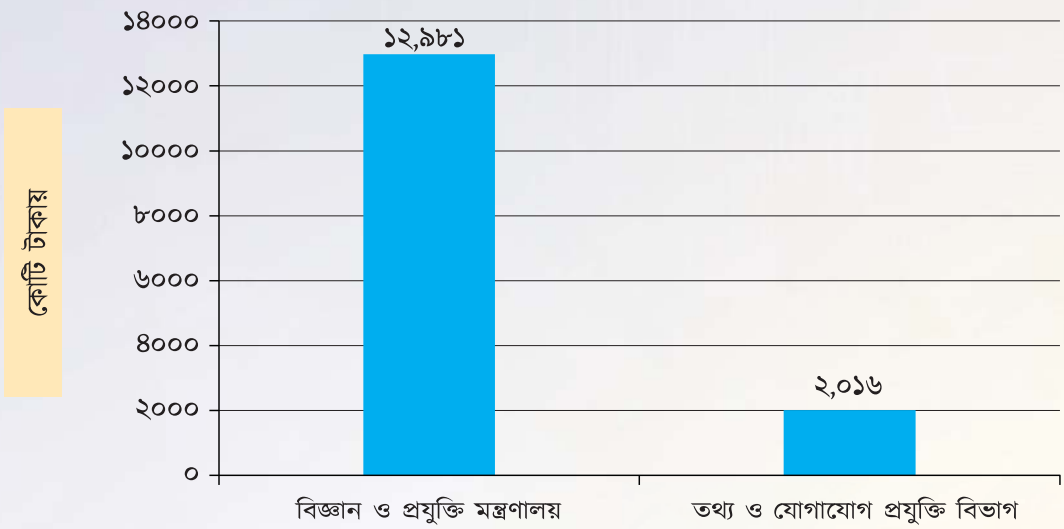

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২৪, বিবরণী-১০, পৃ. ৫৪

৪. উপসংহার

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে বর্তমান সরকার 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে' এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা হবে অন্যতম। যে সকল কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো– (ক) অগ্রাধিকারভিত্তিক ডিজিটাল উদ্ভাবন কৌশলের ব্যবহার; (খ) মানবসম্পদকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা; (গ) বেসরকারী খাতে বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার; (ঘ) বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে বেগবান করা এবং ঙ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.